প্রিয় মহোদয়,

আসসালামু আলাইকুম।

বিদেশী পাসপোর্টে বাংলাদেশের নতুন বা প্রথমবারের মত “নো ভিসা রিকোয়ার্ড” বা “এনভিআর” সিল লাগানোর জন্য আপনাকে নিচের ডকুমেন্টগুলো দূতাবাসে ইমেইলে পাঠাতে হবেঃ

১। আপনার বিদেশী পাসপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠার স্ক্যান কপি;
২। আপনার পূর্বের বাংলাদেশী পাসপোর্টের স্ক্যান কপি (হাতে লেখা পাসপোর্ট হলে প্রথম ০৩ পৃষ্ঠা; এমআরপি হলে শুধু ১ম পৃষ্ঠা);
৩। বাংলাদেশী পাসপোর্ট না থাকলে আপনার ডিজিটাল জন্ম নিবন্ধন সনদ যা অনলাইনে যাচাইযোগ্য;
৪। আপনার স্ত্রীর জন্য হলে আপনার বৈবাহিক সনদ। সনদ ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষায় হলে তার অনুমোদিত ইংরেজী অনুবাদ;
৫। বাচ্চাদের জন্য হলে তাদের জন্ম সনদ। সনদ ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষায় হলে তার অনুমোদিত ইংরেজী অনুবাদ;
৬। পূরণকৃত ভিসা আবেদন ফরমের পিডিএফ কপি (বার কোডসহ);
৭। আবেদনকারীর ছবি-০২ কপি।

পরবর্তীতেঃ
৭। এনভিআর ফি জমার রসিদ।

পুরাতন পাসপোর্ট এবং ডিজিটাল জন্ম সনদ—কিছুই যদি না থাকে তাহলে ইমেইল বা টেলিফোন মারফত দূতাবাসে যোগাযোগ করুন। বিকল্প কোন ডকুমেন্টের ভিত্তিতে এনভিআর ইস্যু করা যেতে পারে তা আপনাকে ব্যাখ্যা করা হবে।

আপনার পাসপোর্টে যদি ইতোমধ্যে এনভিআর সিল লাগানো থাকে, তাহলে সেই পাসপোর্টের মূলকপি দূতাবাসে প্রদর্শন করতে হবে। ইমেইলে আমাদের কাছে এনভিআর সিল লাগানো পৃষ্ঠার স্ক্যান কপি পাঠাতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে আমরা সেটা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশন থেকে যাচাই করবো। এতে কয়েকদিন সময় লাগতে পারে। **পাসপোর্টে এনভিআর সিল লাগানো থাকলে আর কোন অতিরিক্ত ডকুমেন্ট প্রয়োজন হবে না।**

অনুগ্রহ করে নিচের ওয়েবসাইটে যান এবং সেখানকার নির্দেশনা মোতাবেক অনলাইনে এনভিআর আবেদন জমা দিনঃ www.visa.gov.bd। ফরম অনলাইনে দাখিল করা হলে তার পিডিএফ কপি সংগ্রহ করুন (বার কোডসহ)। এবার এই পিডিএফ কপির একটা প্রিন্ট নিন। আপনি যখন দূতাবাসে আসবেন, তখন অতি অবশ্যই এই প্রিন্টেড আবেদন পত্রটি সাথে আনবেন।

প্রথমে ১ থেকে ৭ সিরিয়ালের কাগজ, যেগুলো আপনার জন্য প্রযোজ্য, ইমেইলে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন।
প্রাথমিক কাজগুলো শেষ করার পর আমরা আপনাকে ব্যাংকে সরকারি ভিসা ফি জমা দিতে বলবো (ফোনে অথবা ইমেইলে)। ২০০ (দুইশত) পোলিশ জলোতি জমা দিতে হবে। ফি জমা দেওয়া হলে জমার রিসিট বা ‘প্রুফ অব পেইমেন্ট’ আমাদের ইমেইলে পাঠিয়ে দেবেন। আপনি যদি ওয়ারশ থেকে দূরে কোথাও থাকেন, তাহলে ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে টাকা জমা দিতে পারবেন।

আপনার টাকা দূতাবাসের একাউন্টে জমা হলে আপনার এনভিআর ইস্যুর কাজ শুরু হবে। আপনার কাজটি যথাদ্রুত সম্ভব করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। সব প্রস্তুতি শেষ হলে ফোনে (পোল্যান্ডের বাইরে হলে ইমেইলে) আপনাকে বলা হবে আপনার বিদেশী পাসপোর্ট ও প্রিন্টেড আবেদন ফরম (বারকোড সহ) নিয়ে দূতাবাসে আসতে। তখন আপনি নিজে এসে বা কোন অথোরাইজড ব্যক্তিকে পাঠিয়ে এনভিআর সংগ্রহ করতে পারবেন। অন্য কেউ আপনার এনভিআর সংগ্রহ করতে এলে তাঁকে আপনার স্বাক্ষরিত 'লেটার অব অথোরাইজেশন' নিয়ে আসতে হবে। চাইলে কুরিয়ার যোগেও আপনার পাসপোর্ট দূতাবাসে পাঠাতে এবং এনভিআরসহ পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে সকল ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে এবং ডাক মাশুল আপনাকে বহন করতে হবে। সমস্ত দায়-দায়িত্বও আপনার থাকবে। আপনি নিশ্চই বুঝবেন যে পাসপোর্ট ও ভিসার মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট সম্ভব হলে নিজে এসে সংগ্রহ করাই সর্বোত্তম।

আপনার বর্তমান ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বরটি দয়া করে পাঠাবেন। আমাদের ইমেইলঃ
mission.warsaw@mofa.gov.bd &
hoc.warsaw@mofa.gov.bd.

কনস্যুলার ফি চার্টটি সাথে সংযুক্ত করা হলো। **দূতাবাসের কাছ থেকে বার্তা পাবার আগে ব্যাংকে ফি জমা দেবেন না।**

আপনাদের সেবায়,
বাংলাদেশ দূতাবাস
ওয়ারশ, পোল্যান্ড